দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

28

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনায় ছাত্রদল নেতাদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ৪ জন গ্রেফতার

ময়মনসিংহ হতে শামসুল আলম খান ও নিয়াজ পাশা ঃ গত শনিবার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র লীগ কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনায় ক্যাম্পাসে শোকের ছায়া নেমে আসে। ছাত্র লীগ কর্মীরা নিহত তাদের সহকর্মী কামাল ও রণজিতের লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে এবং মিছিল শেষে ভিসি'র বাসভবনের সম্মুখে এক শোক সভায় মিলিত হয়। এদিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা হত্যার সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তিন ছাত্র দল নেতার বাড়ীতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

ইউএনবি জানায়, বয়রা এবং কায়েটখালীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নেতাদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার সাথে জড়িত ৪

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

গত শনিবার ময়মনসিংহ কৃষি বিশিববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষে, নিহত রণজিৎ (বামে) ও (ডানে) কামালের লাশ —ইনকিলাব

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের পরিচয় জানা গেছে। তারা হল- বিপ্লব, নান্নু, জামাল এবং ভুলু।

বিকেল ৩টায় আমতলায় কামালের জানাযা শেষে লাশ রংপুরে এবং রনজিতের লাশ ধায়রাইতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। জানাযায় জেলা আঃ লীগের আহবায়ক ওয়াজেদুল ইসলাম, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, সাবেক এমপি এম. জুবেদ আলীসহ আঃ লীগ, ছাত্র লীগের শহর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে অপর এক শোকসভায় ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় সভাপতি শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় কর খোকন, মাহবুবুল হক শাকিল, আফজালুর রহমান বাবুসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় এমপি জাহানারা খানম উপস্থিত ছিলেন।

জানাযার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী'র পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্বস্থ গ্রামে ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসু, ভিপি রফিক, ক্রীড়া সম্পাদক খালেদের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা শরফুদ্দিন আজাদের বাড়ীতেও ভাংচুর করা হয়

কামালের জানাযায় ভিসি, এডভাইজার, প্রক্টর, প্রভোস্ট, ডীন ও অধিকাংশজনই দেখা না যাওয়ায় ছাত্রদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রিশাল পুলিশ ঢাকাগামী বাস চেক করে মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রদল নেতা শাকিল আহমাদকে আটক করে। আটককৃত সবাই ছাত্রদল কর্মী বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ভিসি ডঃ শাহ ফারুককে শিক্ষামন্ত্রী জরুরীভাবে তলব করলে তিনি ঢাকা চলে যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট থাকায় কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। ডাইনিং-ক্যান্টিন বন্ধ থাকায় দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা আতংকাবস্থায় দিনাতিপাত করছে। বাকৃবি শিক্ষক সমিতি ভিসিসহ প্রশাসনের অপসারণ দাবী করেছে। আজ সোমবার ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের উদ্যোগে এক শোক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

অপরদিকে, ময়মনসিংহ শহরে এহেন পরিস্থিতিতে থমথমে ভাব বিরাজ করছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি অফিসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ শোকসভা করে হত্যার বিচার দাবী করে। আহত দোকানদার রাজ্জাক আশংকাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান ভিসি'র মেয়াদকালে বাকৃবি ক্যাম্পাসে ৮ জন ছাত্র নিহত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের নিন্দা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আবদুল জলিল এক বিবৃতিতে গতকাল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদলের অস্ত্রধারী কর্তৃক অতর্কিত নির্বিচারে গুলী চালিয়ে ছাত্র লীগ নেতা কামাল হোসেন ও রনজিত কুমার অপুকে নৃশংসভাবে হত্যা ও ১০ জন ছাত্র লীগ কর্মীকে আহত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জনাব আবদুল জলিল বলেন, জিয়াউর রহমানের সময় ১৯৭৯ সালের ১২ জানুয়ারী এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিএনপি সরকার ও প্রশাসনের সহায়তায় ছাত্রদলের অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র লীগ নেতা শওকত, ওয়ালী, মোহসিনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। যে হত্যাকান্ডের বিচার আজো হয়নি। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর জিয়াউর রহমানের সময়ের ন্যায় একই কায়দায় ছাত্রদলের অস্ত্রধারীরা সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের ছত্রছায়ায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীদের উপর বিভিন্ন সময়ে অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়।

জনাব জলিল অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র অপসারণের দাবী জানান। তিনি এই হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানান।

বাকৃবি'র ৯৯ শিক্ষকের বিবৃতি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ৯৯ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করেছেন যে, দেশের কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বিরাজিত ছিল, ক্লাস, সাময়িক ও ফাইনাল পরীক্ষাসমূহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, ঠিক তেমনি সময় গত ২ নভেম্বর ভোর পাঁচটায় অতর্কিতে বিডিআর ও পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শাহজালাল হল, শহীদ শামসুল হক হল ও হল সংলগ্ন শিক্ষকদের বাসস্থান রেইড করে তিনজন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে। এর পরপরই সরকার সমর্থিত একটি ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা পুলিশ ও বিডিআরদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন হলের আনুমানিক ৩৬টি কক্ষ ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করে। ভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্র সংগঠনের নেতা ও সাধারণ কর্মীদের রুম দখল করে তাদেরকে হল থেকে বিতাড়িত করে। এবম্বিধ ঘটনায় আমরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং আশংকা হচ্ছে যে, সরকারী ও বিরোধী দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চলমান এই সংঘর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করতে পারে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ডঃ মোহাম্মদ শামসুল হক, ডঃ সৈয়দ আনোয়ারুল হক, মঈনুদ্দিন আহমেদ, ডঃ মোঃ আবদুল হালিম খান, ডঃ মোশাররফ হোসাইন মিঞা, মোঃ মশিউর রহমান প্রমুখ। খবর বিজ্ঞপ্তি'র।